দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ – ২০২৫

২৯-৩০ মার্চ ২০২৫, দাদানপাত্রবাড়, পূর্ব মেদিনীপুর।

আমার প্রিয় সাথী ও সহকর্মীরা,

বহু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম তার ক্রমবর্দ্ধমান কাজ ও সাংগঠনিক প্রসারের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সদস্য ও কর্মীদের উৎসাহ, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ের ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ৯টি জেলায় যথাক্রমে পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি জেলায় বিস্তার লাভ করেছে। মাছ আহরণকারী, মাছচাষী, মাছ বাছাই ও শুকানো কর্মী এবং ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা সহ সব ধরণের মৎস্যকর্মীরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য। ৩১ সে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের মোট মেম্বার ১৩৮০০ (পুরুষ- ১০৬০০ + মহিলা- ৩২০০)। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী, বিভিন্ন উপক্ষেত্র ও স্তরে শাখা সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য-ভেন্ডর ও মহিলা মৎস্যকর্মী শাখা সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ফোরামের সহায়তায় ব্যাঘ্র বিধবা ও সমুদ্র বিধবাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মৎস্যক্ষেত্র নিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় ফেডারেশন NFSF কে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য ডি.এম.এফ সক্রিয় সহযোগিতা করছে।

২০২৪-২৫ সালে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ৩৩তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এমন এক সময়ে যখন –

১। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি এবং অস্থিরতার কারণে ভারতের মাছের বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিণামে সে দেশে যে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে তাতে ভারতের মাছের আমদানি-রপ্তানির বাজার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে উৎপাদিত শুটকি মাছের বাংলাদেশে রপ্তানিতে ভাটা পড়েছে। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শুটকি মাছের অর্থনীতি ও তার উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সেদেশের সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দুদের উপর অত্যাচার ভারতের হিন্দু মৌলবাদী শক্তিকে আরো বেশি শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করেছে ও করছে। দারিদ্রতা, বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দুরবস্থা থেকে মুক্তির বদলে ধর্মীয় জিগিরই এখন ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

২। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশে জল-জঙ্গল-জমির উপর দেশি-বিদেশি পুঁজির ও তাদের বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দখলদারি হেতু এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল গরীব মানুষের তথা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও বনবাসীদের জীবন-জীবিকার সংকট বেড়ে চলেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকনমিক করিডোর, সাগরমালা প্রকল্প, ডিপ সী পোর্ট, মেরিন ড্রাইভ, উপকূলের সমান্তরাল বাণিজ্যিক জাহাজ চলার পথ, নদীগুলি দিয়ে জাতীয় জলপথ, নদীগুলির সংযুক্তি, নদীর বাস্তুতন্ত্র ও প্রবাহ নষ্ট করে শিল্প, কৃষি ও পৌর প্রয়োজনে অকাতরে জল তুলে নেওয়া, আর বিনিময়ে নদী ও জলাশয়গুলিতে দূষিত জল ও বর্জ্য ফেলা, নদীতে জাহাজ সহ বিরাট বিরাট ইঞ্জিন চালিত যানবাহনের জ্বালানি তেল, রঙ, আলকাতরা ইত্যাদি জলে মেশা, জল, জলাশয়, জলাভূমির ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে। জাতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথের কারণে মৎস্যজীবীদের জাল-নৌকোর ক্ষয়ক্ষতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৎস্যজীবীরা তাদের বংশ পরম্পরার পেশা থেকে উৎখাত হয়ে জীবিকার জন্য উদ্বাস্তুর মতো হন্যে হয়ে ঘুরছেন অন্য পেশার সন্ধানে। সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার অব্যাহত। অব্যাহত নিবিড় চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর ও বে-আইনি কাজের বাড়বাড়ন্ত। সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং সংরক্ষিত এলাকায় বি এস এফ ও বনদপ্তরের অত্যাচারে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন।

রাজনৈতিক হিংসা, পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সশক্তিকরণের জন্য দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামকে আরো সক্রিয় হতে হবে। প্রতিটি সদস্য সমর্থককে মনে রাখতে হবে যে ফোরামের সাংগঠনিক সক্রিয়তা ও লড়াইয়ের উপর সাধারণ মৎস্যজীবীদের এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিগত এক বছরে যে মূল কাজগুলি করেছে –

১। সংগঠন, সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণঃ ০৪-১০-২০২৪ তারিখের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, ২৭-১২-২০২৪ তারিখে হাওড়া জেলা, ৩০-০১-২০২৫ তারিখে নদীয়া জেলা এবং ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বার্ষিক সম্মেলন হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনিপুর ও ঝাড়গ্রামে সংগঠন পুনর্গঠনের কাজ চলছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন করে সংগঠন গড়ে উঠছে। মহাদেবপুর (রানীনগর-২ ব্লক), জয়মনিপাড়া (রানীনগর-১ ব্লক), সিং-পাড়া (জলঙ্গি ব্লক), ডিয়ার ফরেস্ট (ফারাক্কা ব্লক)-এ বর্তমানে নিয়মিত কাজ হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখা ব্লকের ১ নং চৈতাল গ্রামে এবং ভাটপাড়া পৌরসভার সাধুঘাটে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরে নতুন করে সংগঠন কাজ শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সংগঠকদের উদ্যোগে। পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সাংগঠনিক সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। নৌপ্রচার অভিযানের সময় হাওড়া জেলায় সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। নদীয়া জেলার নেতৃত্বদের উদ্যোগে হুগলী জেলার বলাগড়ে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। নদীয়া জেলার চাকদহ ব্লকে সাংগঠনিক সক্রিয়তা দেখা গেলেও, অন্যান্য ব্লকগুলিতে সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য নয়। গত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিট গঠনের কাজ চলছে। তবে তা কেবলমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে সীমাবদ্ধ। গত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফোরামের মাসিক অনলাইন মিটিং নিয়মিত হচ্ছে।

২। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলের অধিকারের দাবি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরাঃ জল ও জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের সাধারণ অধিকারহীনতা সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নির্বিশেষে সমগ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে 'জাল যার জল তার' এই স্লোগান তুলে জলের পাট্টা বা অধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার ট্রলিং-ফিশিং বন্ধ ও সুন্দরবন জঙ্গলে মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার বন্ধের দাবীতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফোরাম জলের অধিকারের দাবিতে ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের বিরুদ্ধে ২৬ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা নৌপ্রচার অভিযান সংগঠিত করেছে। সরকার মাছ ধরা নৌকাগুলির রেজিস্ট্রেশন দিতে ভীষণ বিলম্ব করছে। এটা মৎস্যজীবীদের জলের অধিকারের উপর একপ্রকার বড় হস্তক্ষেপ। সেই ২০১৯ সাল থেকে রেজিস্ট্রেশন না হওয়া ৬০৩ টি (মেশিন নৌকা ৩৮৯ + দাঁড়পাল ২১৪) নৌকার তালিকা সরকারকে দিয়ে অবিলম্বে নৌকাগুলি রেজিস্ট্রেশনের দাবি জানানো হয়েছে।

৩। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের গোষ্ঠীগত জমি ব্যবহারের অধিকারঃ ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এক যৌথ কাজ। মৎস্য আহরণ, মাছ বাছাই ও শুকানো এবং মাছ বিক্রি করায় ব্যাপৃত মৎস্যজীবীরা একযোগে এই কাজে নিযুক্ত হয়। জাল ও নৌকো সারাইয়ের কাজও এর সাথে যুক্ত হয়। উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় এই যৌথ কাজের জন্য গড়ে উঠেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র। চিরাচরিত ও প্রথাগতভাবে উপকূলের ভূমি ব্যবহার করলেও মৎস্যজীবীদের এইসব জমির কোন আইনি স্বত্ত্ব নেই। এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদের আশঙ্কায় থাকেন। সরকারের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝেই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, তাদের জমিতে নানাধরণের কাজ করার প্রচেষ্টা হয়। তাই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জমি ব্যবহারের গোষ্ঠীগত আইনি স্বত্ত্ব মৎস্যজীবীদের বহুদিনের দাবি। সরকার এই দাবি নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত এটি বাস্তবায়িত করেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের কাছে খটির জমির অধিকার প্রদানের দাবিতে (১৯/০৯/২০২৪) স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদে খোটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ত্বের বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ এব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। কোস্টাল রেগুলেশন জোন ২০১৯ সংশোধিত ম্যাপ নিয়ে ০৫-০৮-২০২৪ তারিখে আলিপুরে আয়োজিত পাবলিক হিয়ারিং-এর প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৪। মৎস্য সম্পদ ও সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার রক্ষার লড়াইঃ রায়দিঘি, মাতলা ও রামগঙ্গা রেঞ্জকে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফোরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ৩০-১০-২০২৪

তারিখে এব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন ব্যঘ্র প্রকল্প কর্তৃক ইস্যু করা সুন্দরবনের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা উচ্ছেদকারী নির্দেশিকা (O.O. No.- 91/FD Fishing BLC Permit/ 2024 Dated 24.06.2024) বাতিলের দাবি ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ২১-০৭- ২০২৪ তারিখে। বনদপ্তর বগুড়ান জলপাই ২ নং খটিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করায় ফোরাম খটিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি ব্লকের ট্যাংরাচর গ্রামের নদীচরের যেসব জায়গা জেলেরা নৌকা রাখে জালসারাই করে সেইসব জায়গা গাছ লাগিয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকা থেকে উৎখাত করার প্রশাসনিক প্রয়াস চলছে। এর বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীরা ফোরামের সহ সভানেত্রী তাপসী দোলুই –এর নেতৃত্বে প্রতিবাদ চালিয়ে যাছে। গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে গত ০৬-০২-২০২৫ তারিখে কুল্পি ব্লকে জমা দেওয়া হয়েছে। ফোরামের পক্ষ থেকে কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ও জেলা শাসকের কাছে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। চিঠির রিসিভড কপি শতাধিক জেরক্স করে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ালে লাগিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে। ফোরামের সভানেত্রী তাপসী দোলুই-এর নেতৃত্বে তীক্ষ্ণ নজরদারি ও জোরালো প্রতিবাদ জারি রয়েছে। চন্দনপিড়ি খোটিতে বনবিভাগ গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার স্বার্থে স্থানীয় পঞ্চায়েত বনবিভাগের এই উদ্যোগকে সমর্থন না করার খটিতে গাছ লাগানোর কাজটি বন্ধ রয়েছে। বস্তুত, পরিবেশ রক্ষার নামে নদী-সমুদ্রের চরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গাছ লাগানোর একপ্রকার জোয়ার এসেছে। এর পেছনে আছে আন্তর্জাতিক 'কার্বন ট্রেডিং' ফান্ড ও দেশীয় ক্যাম্পা বা 'ক্ষতিপূরণমূলক বনসৃজন' ফান্ড। এই ফান্ডের প্রাপক তথাকথিত পরিবেশবাদীদের ষড়যন্ত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকা ওষ্ঠাগত। ফোরামের সহযোগিতায় ১৭০ টি অস্থায়ী পাশের জন্য আবেদন বনদপ্তরে জমা পড়েছে। হলদিয়ায় হুগলি নদীতে জাহাজের ধাক্কায় একজন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর জাল ছিড়ে যায় ও নৌকার আংশিক ক্ষতি হয়। পারুলিয়া কোস্টাল থানা, BDO, SDO, SDO, ADF (M) -এ চিঠি দিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৩০০০ টাকা পায়।

৫। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের আন্দোলনঃ মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন রাজ্যের মধ্যে মৎস্যভেন্ডরদের একমাত্র আইন স্বীকৃত সক্রিয় ইউনিয়ন। সংগঠনটি দীর্ঘদিনের হওয়ায় এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলের দরিদ্র মৎস্য ব্যবসায়ীদের নিত্যদিনের উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের একমাত্র গণ-সংগঠন হওয়ায়, এর কার্যক্রম, সক্রিয়তা ও পরিচিতি দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সংগঠনে ১২টি ব্লকের ৩৪১৫ জন সক্রিয় সদস্য আছেন। ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগঠন পরিচালনা ও সরকারি দপ্তরে নানান অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইর ক্ষেত্রে সংগঠনের দলগত নেতৃত্ব খুবই দৃশ্যমান হয়েছে ও গুরুত্ব পেয়েছে।

গত ২০২৪-২৫ বছরে ভেন্ডর ইউনিয়নের যে পাঁচটি কার্যক্রম উল্লেখের দাবি রাখে:

ক) নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালা।

খ) চাঁদা ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে অনমনীয় ও লাগাতার আন্দোলন।

গ) ২১ মাস নাছোড় আন্দোলনের পর সরকারি দপ্তর থেকে ২০০ ইউনিট ঠাণ্ডাবাক্স ও ওজন যন্ত্র প্রাপ্তি।

ঘ) নিজস্ব আবর্তিত ত্রান তহবিল থেকে বিপন্ন মহিলা মৎস্য ভেণ্ডরদের আর্থিক সহায়তা।

৫) মনিটরিং কমিটি সক্রিয়করণ, নেতৃত্বদের সক্ষম করে তোলা ও দলগত কাজের প্রয়াস। ইত্যাদি।

ফোরাম শ্রী সুজয় জানার নেতৃত্বে পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়াও অন্য ৭টি জেলায় ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। জেলাগুলি হল: জলপাইগুড়ি, মালদা, নদিয়া, হাওড়া, দঃ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর। এদের মধ্যে দঃ ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভেণ্ডরদের সভা ও সংগঠিত করার পাশাপাশ কয়েকটি ইস্যু ভিত্তিক চিঠি ও আলোচনা সরকারি দপ্তরে করা হয়েছে।

৬। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কিত কাজঃ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি সাধারণভাবে এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি বিশেষভাবে, নানা নীতিগত ও ব্যবহারিক সমস্যায় ভুগছে। সমবায়ের সমস্যা ও দূর্নীতি নিয়ে চর্চা ও আন্দোলন চালানোর সাথে সাথে কয়েকটি সমবায় সমিতিকে আদর্শ হিসেবে তৈরী করে সাধারণ মৎস্যজীবীদের উদ্যোগের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং নতুন সমবায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপে একটি আদিবাসী মেরিন মৎস্যজীবী সময়বায় সমিতি এবং ডায়মন্ড হারবারে একটি মেরিন মৎস্যজীবী সময়বায় সমিতি রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে। সমবায়গুলির দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা চলছে। সমবায়গুলির দুর্নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক আরটিআই, হাইকোর্টে মামলা এবং

প্রতিবাদের ফলে দূর্নীতিবাজ দালাল ও সরকারি আধিকারিকরা এটা বুঝতে পারছেন যে দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে এবং অচিরেই তাদের মুখোশ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আগের মতো মৌরুসী পাট্টা চালানো যাবে না।

৭। নদী বাঁচাও-মাছ বাঁচাও-মৎস্যজীবী বাঁচাও অভিযানঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে অন্যতম ভয়ঙ্কর সমস্যা নদীগুলির সংকট। দূষণ, জলের অভাব ও নদী খাতের দখলদারি এর মূল কারণ। নদী-নির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার্থে বিভিন্ন নদী বাঁচানোর জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই আন্দোলনে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে পরিবেশ সংগঠন মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইছামতি, যমুনা নদী সহ মরালি বিল ও নেউলিয়া বিল সংস্কারের প্রচেষ্টা চলছে। কেলেঘাই নদী সংস্কারের দাবিতে ১৮-১১-২০২৪ তারিখে পটাশপুর-১ ব্লকের মংলামাড়োতে পদযাত্রা করা হয়েছে।

৮। ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের বিরোধিতাঃ অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে মশারি জাল, বিস্ফোরক, ইলেক্ট্রিক শক বা বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার বিরুদ্ধে ডি.এম.এফ. নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, যার ফলে বিভিন্ন স্থানে এই ক্ষতিকর কাজ কিছু কমেছে। ফোরাম জলের অধিকারের দাবিতে ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের বিরুদ্ধে ২৬ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা নৌপ্রচার অভিযান সংগঠিত করেছে।

৯। মহিলা সংগঠনঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংগঠন মহিলাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফোরাম দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ব্যাঘ্র বিধবা ও সমুদ্র বিধবাদের সংগঠিত করার কাজ করছে। ফোরামের উদ্যোগে গঠিত সাগর সামুদ্রিক মহিলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ছত্রছায়ায় গঙ্গাসাগরে খটিগুলিতে কর্মরত মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী ও সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ চলছে। সমিতি পরিচালনার জন্য ও ম্যানেজারের সেলারি হিসাবে এন সি ডি সি প্রকল্প এর মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২,৫০,০০০.০০ (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমিতির একাউন্ট-এ এসেছে । ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এন সি ডি সি প্রকল্প-এর সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়েছে।
ক) ব্যাঘ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ বাঘ-কুমিরের আক্রমণে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু সুন্দরবনে নিয়মিত ঘটনা। ব্যাঘ্রবিধবারা যাতে সরকারী সহায়তা ও বীমার টাকা পায় সেব্যাপারে ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্যাঘ্রবিধবাদের সশক্তিকরণের জন্য ফোরামের চেষ্টায় তাদের সংগঠন সুন্দরবন ব্যাঘ্রবিধবা সমিতি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফোরামের আইনি সহায়ক অ্যাডভোকেট শান্তনু চক্রবর্তী ও অতীন্দ্রিয় চক্রবর্তী ব্যাঘ্রবিধবাদের নিয়মিত আইনি সহায়তা দিয়ে চলেছেন। ব্যাঘ্র বিধবা সমিতির পক্ষ থেকে ৩৬৬ টি চিঠি সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে জমা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জন মহিলা কমিশনের সুপারিশে হাইকোর্টের লিগাল এইডস এ বনদপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে। আরো ৯ জনের জন্য আইনি লড়াইয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ব্যাঘ্র বিধবাদের সন্তানদের বনদপ্তরে কাজ পাওয়ার দাবীতে আবেদন করা হয়েছে।

খ) মৎস্যজীবী সমুদ্র বিধবা সংক্রান্ত উদ্যোগঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতি বছরই সমুদ্রে বহু মৎস্যজীবী মারা যান বা নিখোঁজ হন। তাদের বিধবারা নিদারুণ আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেন। তারা যাতে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ কাকদ্বীপ মহকুমা এলাকায় শুরু হয়েছে। ফোরামের দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখার উদ্যোগে "সমুদ্র বিধবা সমিতি" গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ফোরামের আইনি সহায়ক অ্যাডভোকেট অতীন্দ্রিয় চক্রবর্তী সমুদ্রবিধবাদের আইনি পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার কাজটি শুরু করেছেন। ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। ০৮-০৩-২০২৫ ও ০৯-০৩-২০২৫ তারিখে ২ দিন কাকদ্বীপ অফিসে আইনজীবীদের নিয়ে সমুদ্র বিধবাদের কাগজপত্র দেখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১০। পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকদের সংগঠিত করাঃ পরিযায়ী মৎস্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য ১৬-০৭-২০২২ তারিখে "মাইগ্র্যান্ট ফিশওয়ার্কার্স ফোরাম" গঠিত হয়েছিল। ২০২৪-২৫ সালে ১৪৫ জন পরিযায়ী শ্রমিকের নামের তালিকা বি ডি ও অফিসে জমা করা হয়েছে। মৃত মৎস্যজীবী কালু দাস ও কৃষ্ণ দাসের এফ আর সি কার্ডে ২,০০,০০০.০০ টাকা বীমার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

১১। হুগলী নদীতে জাহাজ কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতিঃ ফোরাম হুগলী নদীতে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই জাহাজ ডুবির ঘটনায় লাগাতার হস্তক্ষেপে করে চলেছে। সম্প্রতি ১৩-০২-২০২৫ তারিখে ঘোড়ামারার চুনপুড়ি গ্রামের কাছে হুগলী নদীতে এম.ভি. সি ওয়ার্ল্ড (এম. ৭৪৯০) নামক একটি বাংলাদেশগামী ফ্লাই-অ্যাশ বোঝাই বার্জ ডুবেছিল। ফোরাম সেব্যাপারে চিঠি দিয়ে দ্রুত জাহাজটি তোলার দাবি জানায়। জাহাজটি তোলা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া হুগলী নদীতে জাহাজে জেলেদের জাল নষ্টের ঘটনা নিত্য ঘটছে। ফোরামের নিরন্তর সচেতনতার প্রভাবে মৎস্যজীবীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাচ্ছেন। গত ২০-০২-২০২৫ তারিখে হলদিয়া বন্দরের নিকটস্থ হুগলী নদীতে নতুন চড়ার পূবে বোল্ডারের কাছে একটি বাংলাদেশি জাহাজ (**M.V.Agoiljhara-11 /M-12734**) মৎস্যজীবী শ্রী শীতল মণ্ডলের ছঁদিজাল নষ্ট করে দিয়েছে। ফোরামের পক্ষ থেকে এব্যাপারে ডিএম-কে চিঠি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে। গত ০৭-০৩-২০২৫ তারিখে রায়চকের কাছে হুগলী নদীতে একটি জাহাজ (**M.V.BULKER-1 /PNJ-454**) শ্রী গোপাল সাউ নামে এক মৎস্যজীবীর নৌকাকে ধাক্কা মারে এবং তার মাছ ধরা জাল নষ্ট করে দেয়। গোপাল লিখিতভাবে স্থানীয় পারুলিয়া কোস্টাল থানায় ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানায় এবং ফোরামের সাহায্য চায়। ফোরামের পক্ষ থেকে ডিএম, আই ডব্লিউ এ আই, কোলকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট, এসডিও, এডিএফ (মেরিন) এবং এনএফএসএফ-কে ব্যাপারটা জানায় এবং অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের দাবি করে। ফলে, গত ১৬-০৩-২০২৫ তারিখে জাহাজ কর্তৃপক্ষ পারুলিয়া কোস্টাল থানায় এসে আলাপআলোচনা করে শ্রী গোপাল সাউকে ১৩০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিষয়টা মিটিয়ে নিয়েছে।

১২। ডেপুটেশন ও দাবিদাওয়া পেশঃ ফোরামের পক্ষ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বোট রেজিস্ট্রেশনের বিষয় নিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক ডায়মন্ড হারবার-এর অফিসে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ২৩-০৯-২০২৪ তারিখে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্ট গার্ড অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার ট্রলিং বন্ধের দাবি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বকখালি ফরেস্ট বিটের বিট অফিস, ৯ নভেম্বর ২০২৪ পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবতপুর রেঞ্জে, গোসাবা ব্লকের সজনেখালিতে ও কাকদ্বীপ ব্লকের হারউড পয়েন্ট কোস্টালে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এই ডেপুটেশনগুলিতে প্রধান দাবি ছিল, বোট রেজিস্ট্রেশন যতদিন না হচ্ছে তত দিন মৎস্যজীবীদের বোট রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই নদীসমুদ্রে নিশ্চিন্তে মাছ ধরতে দিতে হবে।

২৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রসাথি প্রকল্পের দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মৎস্যজীবী নিবন্ধণ কার্ড সংশোধন ইত্যাদি দাবিতে ১৪ টি ব্লকে ডেপুটেশন হয়েছে। এই দুই ব্যাপারে কাঁথিতে ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে এবং ২০২৫-এর জানুয়ারি মাসে দুটি প্রেস কনফারেন্স হয়েছে।

১৩। আর.টি.আইঃ রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দফতরে এপ্রিল ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৫ অবধি ২৪ দফা আরটিআই করা হয়েছে। অধিকাংশ আরটিআই-এর উত্তর এসেছে। সমুদ্রসাথি প্রকল্প ঘোষণা করার পরেও অর্থ দফতর প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ না করার তথ্য, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় বোট রিপ্লেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য, মাজিলাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ কমিটি গঠন সংক্রান্ত একাধিক গুরত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠনের তথ্য ভান্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি তথ্যের ভিত্ততে প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সম্প্রসারণের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ০৬-০৮-২০২৪ তারিখে আরটিআই করা হয়েছিল। এই আরটিআই-এর উত্তর গত ০৬-০৯-২০২৪ তারিখে পাওয়া গেছে। তা থেকে জানা গেছে মাতলা, রায়দিঘি ও রামগঙ্গা রেঞ্জের ১০৪৪.৬৮ বর্গ কিমি এলাকা সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত করার জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষের পথে। এছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন স্তর থেকে আরো কিছু আর টি আই আবেদন করা হয়েছে। আর টি আই-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ফলে সংগঠনের প্রভূত লাভ হয়েছে। আগামীদিনে আর.টি.আই আবেদন ব্যবহারে আমাদের বিভিন্ন জেলা ও ব্লক সংগঠনকে অনেক তৎপর ও প্রশিক্ষিত হতে হবে।

১৪। সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে ফোরামের উদ্যোগঃ ফোরাম মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র, কিউ আর কোড যুক্ত আধার কার্ড তৈরি, কে সি সি বা এম জে সি সি-এর জন্য আবেদন, বঙ্গ মৎস্য যোজনা, এফ.পি.জি. তৈরি, নৌকা রেজিস্ট্রেশন, সমুদ্রসাথি প্রকল্প ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ও করছে। সংগঠনের উদ্যোগে বহু সংখ্যক

মৎস্যজীবী কিষান ক্রেডিট কার্ড ও মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করেছিলেন ও করছেন। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই আসলে ক্রেডিট কার্ড বা ঋণ পেয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এম জে সি সি লোন পেয়েছেন- এস বি আই ব্যাঙ্ক থেকে ৪ জন। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক থেকে ৩ জন। কানাড়া ব্যাঙ্ক থেকে ১ জন সম্পূর্ণ পেয়েছে ও ২ জন আংশিক পেয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ১ জন সদস্য এসবিআই থেকে লোন পেয়েছেন। কোলাঘাট ব্লক শাখার ২জন সদস্যের পরিবার 'মৎস্যজীবী বন্ধু' স্কীমের সুবিধা পেয়েছেন। সমুদ্রসাথি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় ফোরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ফোরাম শাসক-বিরোধী সব বিধায়কদের চিঠি দিয়েছিল। বিরোধী দলের বিধায়ক শ্রী মধুসূদন বাগ বিধানসভায় প্রশ্ন তুলেছেন। ফোরামের ডেপুটেশন ও সাংবাদিক সম্মেলনের দরুণ সরকার এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়েছে।

১৫। সীমান্ত সমস্যায় ফোরামের পদক্ষেপঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সীমান্তের মৎস্যজীবীদের জীবিকা ভীষণভাবে বিপন্ন। মুর্শিদাবাদে সীমান্তবর্তী মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে ফোরাম ও বি.এস.এফ-এর মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান ও আলাপআলোচনা চলেছে। বর্ডারের অত্যাচারের ঘটনায় DM, ADF, BDO, FEO-কে চিঠি করা হয়েছে। কলকাতায় অধিকার সংক্রান্ত এক সেমিনারে মৎস্যমন্ত্রীকে মৌখিকভাবে সমস্যা সম্বন্ধে জানানো হয়েছে। সীমান্তরক্ষী বলের সাথে এ বিষয়ে ফোরাম সরাসরি কথা বলবে।

১৬। সেমিনার ও নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালাঃ নেতৃত্বদের সাংগঠনিক কাজকর্মের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা তৈরির জন্য নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের নিয়মিত কর্মসূচি বিগত বছরগুলির মত ২০২৪ সালেও নেওয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরে পূর্ব মেদিনীপুরে মৎস্যজীবী ভেন্ডরদের ২ টি কর্মশালা (০৩-০৬-২০২৪ এবং ২৮-১১-২০২৪ তারিখে) অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটিতে জাতীয় সংগঠক মাননীয় প্রদীপ চ্যাটার্জি মূল প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়টিতে প্রশিক্ষণ দেন সুজয় জানা। নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নেতৃত্বদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের নেতৃত্বদের নিয়ে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি ২৩-০৪-২০২৪ তারিখে 'ব্লক ভিত্তিক সাংগঠনিক পর্যালোচনা'। দ্বিতীয়ার্ধে নিবিড় চিংড়িচাষের প্রভাব। কর্মশালায় ব্লক স্তরের নেতৃত্বগণ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় কর্মশালাটি ১৮-১০-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার বিষয় ছিল- সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন- কি, কেন ও কিভাবে। কর্মশালায় মহকুমা এবং জেলা স্তরের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এমপেডা দ্বারা মৎস্য সংরক্ষন, ইন্ডিয়ান নেভি দ্বারা নদী সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন এর বিষয় নিয়ে, কর্নাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালুরুতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে এক কর্মশালায়, নিউ দিল্লিতে বিশ্ব জুবা কেন্দ্রে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের অবস্থা কী সে বিষয়ে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। নামখানা ব্লকের কালিস্থানে মাছি মারা বিষ এবং ক্যামিক্যাল ব্যবহার নিসিদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এনএফএসএফ-এর আয়োজনে মৎস্যজীবীদের অধিকার বিষয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় ফোরাম অংশগ্রহণ করেছে। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যমন্ত্রী ও কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

১৭। বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপনঃ ২০২৪ সালের ২১ শে নভেম্বর ফোরামের সংগঠকদের উদ্যোগে শতাধিক স্থানে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালিত হয়েছে। ১৫ ই আগস্ট ২০২৪-এ ফোরামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। ১৩টি ব্লকের মোট ২১ টি জায়গায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন হয়েছে। বিকেলে কেন্দ্রীয়ভাবে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন এবং পুর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের যৌথ উদ্যোগে কাঁথির সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উপলক্ষে সভা হয়। মৎস্য দপ্তরের পরামর্শে ২৬ শে জানুয়ারিতে লোথিয়ান দ্বীপ ও পাতিবুনিয়াতে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়েছে। এনএফএসএফ –এর নির্দেশে ০২-০২-২০২৫ তারিখে গোসাবা ব্লকের টিপলিঘেরিতে মৎস্যজীবী ও ব্যাঘ্র বিধবা সমিতির পক্ষ থেকে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

১৮। আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদঃ আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে কাকদ্বীপ এস ডি ও অফিসে মিছিল সহকারে গণস্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র জমা করা হয়েছে। ২৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পাথর প্রতিমা ব্লকে এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র বিধবা সমিতির পক্ষ থেকে গোসাবা ব্লক অফিসে মিছিল সহকারে প্রতিবাদ পত্র জমা করা হয়েছে। আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ফোরামের

পক্ষ থেকে ১৩৩৫ জনের গণ স্বাক্ষর করে রাজ্যপালের কাছে প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। নদীয়া জেলায় ফোরামের পক্ষ প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে।

১৯। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় ফেডারেশন (**NFSF**) জাতীয় সংগঠন রেজিস্ট্রেশন ও সাংগঠনিক সম্প্রসারণে উদ্যোগঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম জাতীয় সংগঠন এনএসএফ-এর রেজিস্ট্রেশনে অংশ নিয়েছে। ফোরামের নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। ১৫-১৬ নভেম্বর ২০২৪ –এর কলকাতায় অনুষ্ঠিত এনএসএফ-এর জাতীয় কনফারেন্স আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই কনফারেন্সের জন্য ফোরাম একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেছিল।

২০। নেটওয়ার্কঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এন.এ.পি.এম (NAPM), আইক্যান (ICAN), সবুজমঞ্চ, ফ্রেন্ডস অফ আর্থ, ইন্ডিয়া (FoE, India), ফিনান্সিয়াল একাউন্টেবিলিটি নেটওয়ার্ক (FAN) ও ব্রেক ফ্রি ফ্রম প্লাস্টিক্স (BFFP) নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। এইসব নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে ডি এম এফ অংশগ্রহণ করে থাকে। এইসব নেটওয়ার্কের সাথীরাও বিভিন্ন সময়ে ডি এম এফ-এর কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে থাকেন।

আমাদের ব্যর্থতা -

১। এত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে আমরা সামান্য অংশের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

২। মৎস্যজীবীদের মূল দাবিগুলি নিয়ে লড়াই আন্দোলন আমরা প্রয়োজনীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারিনি।

৩। ফোরামের মহিলা শাখা পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। মহিলা সংগঠনকে সম্প্রসারিত করার জন্য ফোরামের সকল স্তরের শাখাগুলিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের সংগঠন বিভিন্ন জেলায় বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের গতি অত্যন্ত মন্থর। এই বিষয়েও নতুন সাংগঠনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৫। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের কন্ঠস্বর আরো জোরালভাবে তুলে ধরার অপেক্ষা রাখে। এর জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় ফেডারেশন এন এফ এস এফ- কে যথেষ্ট সহায়তা করার প্রয়োজন আছে।

আগামী পরিকল্পনাঃ-

সাংগঠনিক –

১। সংগঠনের পদাধিকারীদের গোটা সংগঠনের সমস্যাগুলি নিয়ে নিয়মিত (কমপক্ষে মাসে একবার) পর্যালোচনা করতে হবে ও প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পর্কে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২। সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সর্বত্র তৃণমূল স্তরের ইউনিট দ্রুততার সঙ্গে গড়ে তোলা হবে।

৩। সংগঠনের নেতৃত্বকে সংখ্যাগত ও মানগতভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সংগঠনের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে এ বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে।

৪। যে সকল মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকায় এখনো পর্যন্ত ফোরাম পৌঁছতে পারেনি, সেইসকল এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। এবং সেই সকল এলাকায় সংগঠনকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

আন্দোলনগত দাবি –

১। 'জাল যার জল তার' (মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার) দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

২। মৎস্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারকে বিধিবদ্ধ করার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

৩। ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের রাজ্য মঞ্চ প্রস্তুত করার প্রয়াসকে যথেষ্ট গতি দিতে হবে।

৪। দুর্নীতি বিষয়ক মামলাকে গতিশীল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫। মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার ও ট্রলিং সহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধের দাবীতে আন্দোলন অব্যহত থাকবে।

৬। তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিলের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জুনপুটে মিশাইল লঞ্চিং প্যাডের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা হবে।

৭। বিভিন্ন নদীগুলির দূষণ রোধে এবং সংস্কারের ব্যাপারে যতক্ষণ না সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

৮। অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের মাছ ধরা নৌকাগুলির রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৯। জলাশয়ের নিলাম বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরে সাংগঠনিক চাপ বাড়াতে হবে।

১০। সুন্দরবনে ফরেস্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং কমিউনিটি ফরেস্ট রাইটের (সামুদায়িক বনাধিকারের) দাবিতে সাংগঠনিক চাপ বাড়াতে হবে।

১১। মহিলা মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মহিলা মৎস্যজীবীদের মঞ্চ সংগঠিত করার উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

১২। তৃণমূল স্তরে সংগঠনের ইউনিট গঠনের কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে এবং সাধারণ সদস্যদের প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় এই ইউনিটের সাথে যুক্ত হতে হবে।

১৩) অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য প্রকল্প রূপায়ণ করতে হবে।

আন্দোলনগত কর্মসূচি –

১। যে সকল মাছ ধরা নৌকা রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইতিমধ্যে সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক ডায়মন্ড হারবার ও কাঁথির-র অফিসে আবেদন করা হয়েছে সেগুলির অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশনের দাবিতে লাগাতার ধর্নার আয়োজন করা হবে।

২। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এবং সমগ্র সুন্দরবনে মাছ শিকারের জন্য অধিকার তথা সিএফআর-এর দাবিতে ফরেস্ট সত্যাগ্রহ করা হবে। ডায়মন্ড হারবার থেকে পদযাত্রা করে চন্দনপিড়ি খটি হয়ে লোথিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে যাওয়া হবে এবং সংরক্ষণ আইন ভঙ্গ করা হবে।

৩) সমুদ্রসাথি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ডের ভুল সংশোধনের দাবিতে কাঁথি শহরে মিছিল ও জেলা মৎস্য দফতরে ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে লাগাতার ধর্নার আয়োজন করা হবে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা এবং জলাশয় ও মৎস্য সম্পদ সুরক্ষায় তার নিরলস প্রয়াসে বহু সংস্থা ও বহু সহৃদয় ব্যক্তির অকুন্ঠ সমর্থন, পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করেছে। এই সুযোগে আমি তাদের প্রত্যেককে সংগঠনের তরফে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিভিন্ন দূর্বলতা কাটিয়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার যোগ্য সংগঠন হয়ে উঠবে এই আশা রেখে বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করছি।

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম